দৈনিক জনকণ্ঠ

৮/১০/২০০১

তারিখ ......

পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৭

ঢা.বি. শিক্ষার্থীরা এক বছরের সেশনজটে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন —জনকণ্ঠ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন ও কার্জন হল পরীক্ষা কেন্দ্রসহ ইনস্টিটিউটসমূহে অনুষ্ঠেয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষা ১১ অক্টোবর পর্যন্ত স্থগিত থাকবে– বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের এক জরুরী সভায় গত ৪ অক্টোবর যখন এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, এর আগেই দেশের এই সেরা বিদ্যাপীঠটির পাঁচ শ' পরীক্ষা স্থগিত হয়ে যায়। প্রায় এক বছরের সেশনজটে জড়িয়ে যায় শিক্ষার্থীরা। সিন্ডিকেট ইচ্ছা করে এই পরীক্ষা না নেয়া সিদ্ধান্ত নেয়নি। ক্ষমতার পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঘটে যাওয়া নানা অঘটন-দুর্ঘটনের কারণেই সিন্ডিকেট এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই নয়, অন্যান্য

রাজনীতির পালাবদলের জের

বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বড় বড় বিদ্যায়তনগুলোতে চলছে চরম অচলাবস্থা। 'পরীক্ষা মৌসুমে' এই অচলাবস্থার কারণে অনেক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। অনেক পরীক্ষার্থী আদৌ আর পরীক্ষা দিতে পারবে কিনা তাও বলা যায় না নিশ্চিত করে। 'ক্যাম্পাস দখল', 'হল দখলের' সংস্কৃতি কুড়ে কুড়ে নিঃশেষ করে দিচ্ছে দেশের 'ভবিষ্যতদের' ভবিষ্যত।

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে গত ১৫ জুলাই। এর আগে টানা পাঁচ বছর দেশ শাসন করে আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেছিল ২১ বছর পর। এই রিপোর্ট যখন প্রকাশ ততদিনে বিএনপি সরকার গঠন করবে। এই ক্ষমতা ত্যাগ আর গ্রহণের মধ্যে ছাত্র নামধারী কিছু দুর্বৃত্তের 'কুকুরে যুদ্ধে' জীবন ধ্বংস হয়ে যায় অনেক সাধারণ শিক্ষার্থীর। স্বাধীনতার পর পরই শুরু হয় চরদখলের মতো হল দখল। '৯০-এর দশকে এসে এই দখল সরাসরি ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে। এবারও ব্যতিক্রম হয়নি। নির্বাচনের দিন মধ্যরাতে আওয়ামী লীগের পরাজয়ের আভাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের অনেক নেতা হল ছেড়ে চলে যায়। বাকিরা ছাড়ে পরদিন মঙ্গলবার সকালে। জিয়া, বঙ্গবন্ধু, জসীম উদ্‌দীন, সূর্যসেন, এফ রহমান হল, এসএম জগন্নাথ হলসহ অন্যান্য হলে ভোর ৫টার পর পরই ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা নিজ নিজ হলে প্রবেশ করে এবং হলগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। ছাত্রলীগের কোন নেতাকর্মী এসব হলে তখন না থাকায় বিনা বাধায় ছাত্রদল তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা পৌঁছার আগেই ছাত্রলীগের ৩০/৩৫ জনের একটি গ্রুপ মিছিল করে ছাত্রদলকে স্বাগত জানায়। জগন্নাথ হলেও ছাত্রদল তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত জগন্নাথ হল ছাত্রলীগের নিয়ন্ত্রণেই ছিল। এই প্রথমবারের মতো জগন্নাথ হলের নিয়ন্ত্রণ অন্য কোন সংগঠনের হাতে গেল, ছাত্রলীগের কর্মীরা আর কখনও হলে ফিরতে পারবে কিনা তা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলছে।

একইভাবে সোমবার মধ্যরাতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ছাত্রদল দখল করে নিয়েছে। সোমবার রাতে বিএনপির জয়ের সম্ভাবনা দেখা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদল হলে হলে মিছিল বের করে। তখন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা হল থেকে পালিয়ে যায়। এর পর থেকে জাহাঙ্গীরনগরের ক্যাম্পাস ছাত্রদলের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এ ছাড়া ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ, সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ, ইডেন কলেজ, ঢাকা কলেজ, তিতুমীর কলেজ, জগন্নাথ কলেজ, কবি নজরুল কলেজ, মিরপুর বাঙলা কলেজ, তেজগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যায়। এই তালিকা প্রতিদিন দীর্ঘ হচ্ছে। ছাত্রদল-ছাত্রলীগের এই দখল অভিযানের কারণে বিপাকে পড়েছে প্রথমবর্ষ সম্মান কিংবা স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তিচ্ছুরা। সম্প্রতি এইচএসসি পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। ফল বের হওয়ার দু'মাসের মধ্যে সাধারণত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র ভর্তি করা হয়।

সে হিসাবে আগামী মাসেই ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু দীর্ঘদিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় প্রক্রিয়া শুরুতে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চিত্র একই। এভাবেই ধ্বংস করা হচ্ছে দেশের শিক্ষা, শিক্ষাঙ্গন।